গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
www.ddm.gov.bd
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২১৩

তারিখ: ২১ আষাঢ় ১৪২৯ / ০৫ জুলাই ২০২২

বিষয়: **দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।**

১। আবহাওয়ার সতর্কবার্তা:

সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য কোন সতর্ক বার্তা নেই এবং কোন সতর্ক সংকেত দেখাতে হবে না।

২। আজ ০৫ জুলাই ২০২২ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস: ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাংগাইল, ফরিদপুর, মাদারীপুর, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ফেনী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট অঞ্চলসমুহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরসমূহকে ১ নম্বর নৌ হুশিয়ারী সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

৩। আজ ০৫ জুলাই ২০২২ খ্রিঃ তারিখ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

সিনপটিক অবস্থাঃ মৌসুমী বায়ুর অক্ষ রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তরপূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশে উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারী অবস্থায় রয়েছে।

পূর্বাভাসঃ বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা ও খুলনা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (৩ দিন): বৃষ্টিপাতের প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৪.৭	৩২.৩	৩৫.৫	৩৪.৬	**৩৭.২**	৩৬.০	৩৫.৫	৩৩.৮
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৬.৬	২৬.৫	**২৫.০**	২৫.৭	২৭.০	২৭.৫	২৬.২	২৬.৫

গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাজশাহী ৩৭.২° সেঃ এবং আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সীতাকুন্ড, রাংগামাটি ও হাতিয়া ২৫.০° সেঃ।

(সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ঢাকা।

৪। এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি ও পূর্বাভাস

- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদ-নদীর পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, যা আগামী ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।
- কুশিয়ারা ব্যতীত, দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সকল প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে। আগামী ৪৮ ঘন্টায় দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সকল প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে।
- গঙ্গা নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে পদ্মা নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল আছে। আগামী ২৪ ঘন্টায় গঙ্গা নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পেতে পারে, অপরদিকে পদ্মা নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল থাকতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘন্টায় সিলেট জেলার নিম্নাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	১০৯	গেজ স্টেশন বন্ধ আছে	০
বৃদ্ধি	৪২	গেজ পাঠ পাওয়া যায়নি	০

হ্রাস	৬৫	মোট তথ্য পাওয়া যায়নি	০
অপরিবর্তিত	**০২**	**বিপদসীমার উপরে**	**০৪**
বন্যা আক্রান্ত জেলার সংখ্যা			**০১**
বিপদসীমার উপরে নদীর সংখ্যা			**০৩**

বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত স্টেশন (০৫ জুলাই, ২০২২ খ্রিঃ সকাল ৯.০০ টার তথ্য অনুযায়ী):

ক্রঃ নং	জেলার নাম	পানি সমতল স্টেশন	নদীর নাম	আজকের পানি সমতল (মিটার)	বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-) (সে.মি.)	বিপদসীমা (মিটার)	বিপদসীমার উপরে (সে.মি.)
১	সিলেট	কানাইঘাট	সুরমা	১৩.০৭	-০৬	১২.৭৫	+৩২
২	সিলেট	অমলশীদ	কুশিয়ারা	১৬.১৯	-০১	১৫.৪০	+৭৯
৩	সিলেট	শেওলা	কুশিয়ারা	১৩.২৪	+০৭	১৩.০৫	+১৯
৪	নেত্রকোনা	কলমাকান্দা	সোমেশ্বরী	৬.৫৬	-০৯	৬.৫৫	+০১

বৃষ্টিপাতের তথ্য

গত ২৪ ঘন্টায় বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (গতকাল সকাল ০৯:০০ টা থেকে আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত) :

স্টেশন	বারিপাত (.মি.মি)	স্টেশন	বারিপাত (.মি.মি)	স্টেশন	বারিপাত (.মি.মি)
-	-	-	-	-	-

গত ২৪ ঘন্টায় ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সিকিম, অরুণাচল, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ:

স্টেশন	বারিপাত (.মি.মি)	স্টেশন	বারিপাত (.মি.মি)	স্টেশন	বারিপাত (.মি.মি)
-	-	-	-	-	-

৫। অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ও উজান থেকে পানি আসার কারণে দেশের কয়েকটি জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতিঃ

(১) সিলেটঃ সিলেট জেলার সুরমা নদীর পানি হ্রাস পাচ্ছে এবং কুশিয়ারা নদীর পানি অমলশীদ পয়েন্টে হ্রাস পেয়েছে কিন্তু শেওলা পয়েন্টে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুরমা ও কুশিয়ারা উভয় নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল এবং উজান থেকে নেমে আসা পানিতে সিলেট জেলার ১৩টি উপজেলা, ৫টি পৌরসভা এবং ১টি সিটিকর্পোরেশনের আংশিক, ৯৯টি ইউনিয়ন এর ৪,৮৪,৩৮৩ টি পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়ে। ইহাতে আনুমানিক ২৯,৯৯,৪৩৩ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। **বন্যায় জেলায় এ পর্যন্ত মোট ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে।** প্লাবিত লোকজনকে আশ্রয় দেয়ার জন্য জেলায় মোট ৬৫২টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং এসব আশ্রয়কেন্দ্রে ৯১,৬২৩ জন লোক এবং ১১,০৩০টি গবাদি পশু আশ্রয় নিয়েছিল। আশ্রিতরা নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরতে শুরু করেছে। বর্তমানে ৩৩৯টি আশ্রয়কেন্দ্রে ২৮,২১৩ জন লোক এবং ৩২০ টি গবাদি পশু অবস্থান করছে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বোতলজাত পানিসংগ্রহ করে বন্যা দুর্গতদের মাঝে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া ৪টি পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্টের মাধ্যমে বন্যা উপদ্রুত এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। ১৪০টি মেডিকেল টিম চালু রয়েছে।

বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ ও অসহায় পরিবরাকে সাহায্যার্থে মানবিক সাহয়তা হিসেবে বিতরণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ পর্যন্ত সিলেট জেলার অনুকূলে ২০০০ মেঃটন জিআর চাল, ২ কোটি ১৫ লক্ষ

জিআর টাকা এবং ৪৩,০০০ প্যাকেট শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০ লক্ষ ও গো-খাদ্য খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০ লক্ষ টাক বরাদ্দ করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসন কর্তৃক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ১৬১২ মেঃটন জিআর চাল, ২০,২১৮ প্যাকেট শুকনা খাবার, ১,৯২,০০,০০০/- জিআর টাকা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে প্রাপ্ত ৫,৬৫,০০,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ২,০০,০০০/- টাকার শুকনা খাবার (চিড়া, মুড়ি, গুড়, মোমবাতি, ম্যাচ, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও ওরস্যালাইন) বিতরণ করা হয়েছে।

(২) সুনামগঞ্জঃ সুনামগঞ্জ জেলার সকল নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল এবং উজান থেকে নেমে আসা পানিতে সুনামগঞ্জ সদর, ছাতক ও দোয়ারাবাজার উপজেলার ১০০% এলাকা এবং শান্তিগঞ্জ, শাল্লা, তাহিরপুর, ধর্মপাশা, মধ্যনগর, দিরাই, বিশ্বম্ভপুর, জামালগঞ্জ, জগন্নাথপুর উপজেলাসমূহের ৯০% এলাকা প্লাবিত হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমান: ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা- ১১টি, ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন- ৮৮টি, পানিবন্দি পরিবার- ৯০,০০০ টি এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা ৪,৫০,০০০ জন। জেলায় মোট ২৫০টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং এসব আশ্রয়কেন্দ্রে ১ লক্ষ ৬০ হাজার জন লোক আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। বর্তমানে ২৫০টি আশ্রয়কেন্দ্রে ২৮,০০০ জন লোক অবস্থান করছে। অন্যরা নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে গেছে। বন্যায় পানিতে তলিয়ে, বজ্রপাতে ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ১৬/০৬/২০২২ থেকে ২১/০৬/২০২২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৫ জন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে।

বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ ও অসহায় পরিবরাকে সাহায্যার্থে মানবিক সাহয়তা হিসেবে বিতরণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুমানগঞ্জ জেলার অনুকূলে এ পর্যন্ত ১৩৫৬ মেঃটন ত্রাণ কার্য (চাল), ২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ত্রাণ কার্য (নগদ) এবং ৩৮,০০০ প্যাকেট শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০ লক্ষ ও গো-খাদ্য খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০ লক্ষ টাক বরাদ্দ করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ১৩৫৬ মেঃটন জিআর চাল, ১,৮৪,০০,০০০/- জিআর টাকা ও ২৩,০০০ প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিত ২০,০০০ লোককে প্রতি দিন রান্না করা খাবার খাওয়ানো হচ্ছে।

(৩) মৌলভীবাজারঃ সম্প্রতি অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল এবং উজান থেকে নেমে আসা পানিতে মৌলভীবাজার জেলার ৭টি উপজেলা প্লাবিত হয়। জেলার ৭টি উপজেলার ৩৮ টি ইউনিয়নের ৬৬,৭৪৫ টি পবিরার পানিবন্দি হয়ে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা ৩,১৩,৫৫২ জন, ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ী ১৬,৩৩৯ টি এবং ফসলে ক্ষতি ৪৬৮০ হেক্টর। জেলায় মোট ১১৪টি আশ্রয়কেন্দ্রে ১৭,৩৪২ জন মানুষ এবং ২,৬৩৫ টি গবাদী পশু অবস্থান করছে।। বন্যায় জেলায় বড়লেখা উপজেলায় ৪ জন এবং জুড়ী উপজেলায় ০১ জনসহ মোট ০৫ (পাঁচ) জনের মৃত্যু হয়েছে।

বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ ও অসহায় পরিবরাকে সাহায্যার্থে মানবিক সাহয়তা হিসেবে বিতরণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মৌলভীবাজার জেলার অনুকূলে এ পর্যন্ত ৩০০ মেঃটন ত্রাণ কার্য (চাল), ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ত্রাণ কার্য (নগদ) এবং ২,০০০ প্যাকেট শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০ লক্ষ ও গো-খাদ্য খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০ লক্ষ টাক বরাদ্দ করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ৮০৫ মেঃটন জিআর চাল, ৪৫,৫৫,০০০/- জিআর টাকা, ৩০,৪১২ প্যাকেট দুধ এবং ১৩,০৭৮ প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

(৪) ফেনীঃ অতিবৃষ্টি ও উজানের ঢলে ফুলগাজী উপজেলার ফুলগাজী সদর ইউনিয়নের অন্তগর্ত মুহুরী নদীর উত্তর দৌলতপুর গ্রামের বেড়ি বাঁধ ভাঙ্গানের ফলে ৫টি গ্রাম প্লাবিত হয় এবং দরবরপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ বরইয়া বেড়ি বাঁধ ভাঙ্গানের ফলে এলাকার প্রায় ২টি গ্রাম প্লাবিত হয় এবং পরশুরাম উপজেলার চিথলিয়া ইউনিয়নের পশ্চিম অলকার নোয়াপুর ১টি স্থানে বাঁধ

ভাঙ্গানের ফলে ২টি গ্রাম প্লাবিত হয়। বন্যার পানি নেমে গেছে। ৩টি ইউনিয়নের ৯টি গ্রামের প্রায় ১৩৮০ টি পরিবারের ২,০০০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলায় ১৭টি আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে তবে কোন লোকজন এখনও আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। জেলায় ৯টি মেডিকেল টিম চালু রয়েছে।

জেলা প্রশাসন কর্তৃক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দেয়া বরাদ্দ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ৫ মেঃটন জিআর চাল, ১,২২,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ ও ৫৬৪ প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

(৫) শেরপুরঃ অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পানিতে জেলার নকলা, নলিতাবাড়ী, শ্রীবর্দী ও ঝিনাইগাতী ৪টি উপজেলার ১৮ ইউনিয়নের ৯৭ টি গ্রামের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ৩২৬টি পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা ৮২০০ জন।

পানিবন্দি/ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ত্রাণ সহায়তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ থেকে ৫২.২৫ মেঃটন জিআর চাল, ১,৩০,০০০/- নগদ টাকা এবং ১১৯০ প্যাকেট/বস্তা শুকনা খাবার জেলা প্রশাসন কর্তৃক বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৪৭,৬০০ টি পানি বিশুদ্ধ করণ ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় ১৮ টি মেডিকেল টিম চালু রয়েছে।

বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ ও অসহায় পরিবরাকে সাহায্যার্থে মানবিক সাহয়তা হিসেবে বিতরণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক শেরপুর জেলার অনুকূলে ১৫০ মেঃটন জিআর চাল, ১১ লক্ষ টাকা এবং ৪,০০০ প্যাকেট শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ করা হয়েছে।

(৬) নেত্রকোনাঃ অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পানিতে নেত্রকোনা জেলার ১০টি উপজেলার (দূর্গাপুর, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা সদর, বারহাট্টা, কেন্দুয়া, আটপাড়া, মোহনগঞ্জ, মদন, খালিয়াজুরী, পূর্বধলা) ৬১টি ইউনিয়নের ৩০,৪০৫টি পরিবার পানিবন্দি অবস্থায় আছে। ১০টি উপজেলায় ৫,৫৫,৫৫০ জন লোক এবং ২৬,৯৭৬ ঘরবাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। **নেত্রকোনা জেলায় এ পর্যন্ত ৩ জন পুরুষ, ১ জন শিশু ও ১ জন মহিলাসহ মোট ৫ জন বন্যায় এবং ০১ জন মহিলা পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করেছন।** পানি বন্যার কারণে ৩৬২ টি আশ্রয় খোলা হয়েছে এবং এসব আশ্রয়কেন্দ্রে ১,১৩,৩০৬ জন লোক এবং ২২,৩৬৮ টি গবাদিপশুকে আশ্রয় দেয়া হয়েছিল। আশিত মানুষ ও গবাদি পশু নিজ নিজ বাড়ীতে ঘরে ফিরতে শুরু করেছে। বর্তমানে ২৪৫টি আশ্রয়কেন্দ্রে ৮,৭১০ জন মানুষ এবং ২,৮০৮ টি গবাদি পশু অবস্থান করছে। বন্যা দুর্গত মানুষের সেবা দানের জন্য জেলায় ৬৪টি মেডিকেল টিম চালু রয়েছে।

জেলায় সোমেশ্বরী ও বাউলাই নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

জেলা প্রশাসন কর্তৃক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ থেকে ১০টি উপজেলায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মাঝে মোট ৭৯৮ মেঃটন জিআর চাল, ১১,০০,০০০/- টাকা, ৪৬০০ প্যাকেট/বস্তা শুকনা ও অন্যান্য খাবার এবং জিআর ক্যাশ শিশুখাদ্য ও গোখাদ্যসহ মোট ৫৩ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ ও অসহায় জনগণের সাহায্যার্থে মানবিক সাহয়তা হিসেবে বিতরণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নেত্রকোনা জেলার অনুকূলে ৪০০ মেঃটন ত্রাণ কার্য (চাল), ৮০ লক্ষ টাকা এবং ৮,০০০ প্যাকেট শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০ লক্ষ ও গো-খাদ্য খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০ লক্ষ টাক বরাদ্দ করা হয়েছে।

(৭) ময়মনসিংহঃ জেলার ধোবাউড়া উপজেলার নিতাই নদী এবং ব্রহ্মপুত্র নদের পানি বর্তমানে বিপদসীমার অনেক নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। অতিবর্ষণ ও পাহাড়ী ঢলের কারণে ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া ও হালুয়াঘাট উপজেলার ১৭ টি ইউনিয়নের ১১৫টি গ্রামের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ৩২৫০০টি পরিবারের ১,৫০,৫০০ জন লোক আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ীর সংখ্যা ৫,০১৫ টি (আংশিক), ক্ষতিগ্রস্ত ফসল ০৬ হেক্টর (আংশিক)।

ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিতরণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসন কর্তৃক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে ধোবাউড়া উপজেলায় ১০ মেঃটন চাল ও ১,০০,০০০/- টাকা এবং হালুয়াঘাট উপজেলায় ১০ মেঃটন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে।

(৮) জামালপুরঃ জেলায় বাহাদুরাবাদ পয়েন্টে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢল এবং অতিবর্ষণে নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার ০৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার ৫৮ গ্রামে, ইসলামপুর উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নের ৪৮ টি গ্রাম এবং মেলান্দহ উপজেলার ০৫টি ইউনিয়নের ২০ টি গ্রাম, মাদারগঞ্জ উপজেলার ২ টিইউনিয়নের ০২ টি গ্রামের নিম্নাঞ্চলে বন্যার পানি প্রবেশ করেছিল। ৪৬১টি আশ্রয়কন্দ্রেসহ স্কুলগুলো প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ০৭টি আশ্রয়কেন্দ্রে ৫৮২ জন আশ্রয়কেন্দ্রে এবং ৪৫৯২ জন পাশ্ববর্তী প্রতিবেশী ও নিরাপদ উঁচা জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল। এ সকল আশ্রিত লোকজন নিজ নিজ বাড়ী ঘরে ফিরে গেছে।

বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ ও অসহায় জনগণের সাহায্যার্থে মানবিক সাহয়তা হিসেবে বিতরণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জামালপুর জেলার অনুকূলে ৩০০ মেঃটন ত্রাণ কার্য (চাল) ২২,০০,০০০/- টাকা ত্রাণ কার্য (নগদ) এবং ৮,০০০ প্যাকেট শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসন কর্তৃক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ৪৮০ মেঃটন ত্রাণ কার্য (চাল), ৮,৫০,০০০/- টাকা ত্রাণ কার্য (নগদ) এবং ২৪০০ প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

(৯) লালমনিরহাটঃ বর্তমানে তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে কোন লোকজন নাই।

অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পানিতে জেলার তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে ০৫টি উপজেলার (সদর, আদিতমারী, কালীগঞ্জ, হাতিবান্ধা ও পাটগ্রাম) ২১টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়। বন্যায় ২৮,৩৬০ টি পরিবার এবং ১,২৭,৬২০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ ও অসহায় জনগণের সাহায্যার্থে মানবিক সাহয়তা হিসেবে বিতরণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জেলার অনুকূলে এ পর্যন্ত ত্রাণ কার্য (চাল) ৩৫০ মেঃটন এবং ত্রাণ কার্য (নগদ) ৯ লক্ষ বরাদ্দ করা হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ থেকে ৪২৩.৬০০ মেঃটন জিআর চাল, ১,২০,০০০/- জিআর ক্যাশ টাকা, ৪৫০ প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

(১০) নীলফামারীঃ জেলার তিস্তা নদীর বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে জেলার ডিমলা ও জলঢাকা উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এর ফলে ২৮২০ টি পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা ৯৩৮০ জন। জেলায় কোন আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয় নাই। বর্তমানে বন্যার পানি নেমে গেছে।

বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ ও অসহায় জনগণের সাহায্যার্থে মানবিক সাহয়তা হিসেবে বিতরণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ জেলার অনুকূলে এ পর্যন্ত ৫ লক্ষ টাকা এবং ৩,০০০ প্যাকেট শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ করা হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিতরণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ২টি উপজেলায় ৪০.০০ মেঃটন ত্রাণ কার্য (চাল), ৩,৫০,০০০/- টাকা ত্রাণ কার্য (নগদ) এবং ৪৭০ প্যাকেট শুকনা খাবার উপ-বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

(১১) কুড়িগ্রামঃ জেলার ব্রহ্মপুত্র এবং ধরলা নদীর পানি বর্তমানে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নদীর পানি হ্রাস অব্যাহত আছে। নদ-নদীর পানি বিপদমুক্ত ও স্বাভাবিক। পানি নেমে যাওয়ার পথ না থাকায় নিম্নাঞ্চল নিমজ্জিত রয়েছে এবং ক্রমশঃ শুকিয়ে ভেসে উঠতে শুরু করেছে।

সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলে নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে ভুরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম সদর, রাজারহাট, উলিপুর, চিলমারী, রৌমারী, চররাজিবপুর মোট ৯টি উপজেলার নিম্নাঞ্চলসমূহ প্লাবিত ৪৯ ইউনিয়নের ৩৮,০৯৭ টি পরিবারের ১,৫২,৩৮৮ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। জেলায় ৩টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছিল এবং ৭৩ জন লোক আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিত লোকজন নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে গেছে।

জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিতরণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ থেকে জেলার ৯টি উপজেলায় ৮০৩ মেঃটন ত্রাণ কার্য (চাল). ৪২,৫০,০০০/-টাকা ত্রাণ কার্য (নগদ), ১০০০ প্যাকেট শুকনা খাবার, শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ১৮,৯৫,০০০/- টাকা এবং গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ ১৭,৭৫,০০০/- উপ-বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ ও অসহায় জনগণের সাহায্যার্থে মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক কুড়িগ্রাম জেলার অনুকূলে এ পর্যন্ত ৬০০ মেঃটন জিআর চাল, ৩৮ লক্ষ টাকা এবং ১,০০০ প্যাকেট শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ করা হয়েছে।

(১২) সিরাজগঞ্জঃ জেলায় যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

সম্প্রতি অতিবৃষ্টি ও উজানের পানিতে জেলার ৫টি উপজেলার (সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, বেলকুচি ও চৌহালী) ৩৯ ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ৩৫০৩০ টি পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছিল এবং ১৭৩০২২ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। **বন্যায় ২ বছরের একটি শিশু মারা গেছে।** জেলায় ১৮৪ টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় ১০০ জন লোক আশ্রয়কেন্দ্রেেআময় গ্রহণ করেছিল। বর্তমানে আশ্রয়কেন্দ্রে কোন লোক নাই, সবাই নিজ নিজ বাড়ী ঘরে ফিরে গেছে।

জেলা প্রশাসন কর্তৃক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ১৪০.০০ মেঃটন ত্রাণ কার্য (চাল), ৩০০০ প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

(১৩) বগুড়াঃ জেলার যমুনা ও বাঙ্গালী নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আশ্রয়কেন্দ্রে কোন লোক আশ্রিত নাই।

অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে জেলার ০৩ টি উপজেলার (সারিয়াকান্দি, সোনাতলা ও ধুনট) ১৪টি ইউনিয়ন বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এর ফলে ১৬৭৮০ টি পরিবার পানিবন্দি হয়ে ৭৮,৪৪৮ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। **জেলায় বন্যার কারণে ১ জন ব্যক্তির মৃত্য হয়েছে।**

জেলা প্রশাসন কর্তৃক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দেয়া বরাদ্দ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ১০০ মেঃটন জিআর চাল, ১৫,০০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৫,৫০,০০০/- টাকা ও গোখাদ্য ক্রয় বাবদ ৫,৫০,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

(১৪) রংপুরঃ সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি ও নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার গংগাচড়া উপজেলার ২টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চলের পানি প্রবেশ করায় ৪০০ টি পরিবার পানিবন্দি হয়ে ৭০০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জেলা প্রশাসন কর্তৃক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দেয়া বরাদ্দ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ২৫ মেঃটন জিআর চাল, ৩,৬৮,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ ও ৫৩৫ প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

(১৫) গাইবান্ধাঃ জেলার সকল নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।

নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার ৪টি উপজেলার (গাইবান্ধা সদর, ফুলছড়ি, সুন্দরগঞ্জ ও সাঘাটা) ২৩টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছিল। ৪টি উপজেলার ২১,৮৩৪ টি পরিবার পানিবন্দি হয়ে ৬১৫১৪ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্লাবিত এলাকার লোকজনকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য বর্তমানে ১ টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা রয়েছে। এসকল আশ্রয়কেন্দ্রে বর্তমানে ৬০ জন লোক অবস্থান করছে।

জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ থেকে ৪টি উপজেলায় ৮৮ মেঃটন ত্রাণ কার্য (চাল) ও ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) নগদ টাকা, ২৫৫ প্যাকেট শুকনা খাবার এবং শিশুখাদ্য বাবদ ১৫,৫০,০০০/- টাকা ও গো-খাদ্য বোবদ ১৬,০০,০০০/- বিতরণ করা হয়েছে।

৬। বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরণের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০১/০৪/২০২২খ্রিঃ থেকে ০৩/০৭/২০২২খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত বরাদ্দঃ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	ত্রাণ কার্য (চাল) (মেঃটন)	ত্রাণ কার্য (নগদ) অর্থ (টাকা)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার (প্যাকেট/বস্তা)	শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ (টাকা	গো-খাদ্য খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ (টাকা
১।	হবিগঞ্জ	১০০	৩০,০০,০০০/-	৪,০০০		
২।	মৌলভীবাজার	৩০০	৬২,৫০,০০০/-	২,০০০	১০,০০,০০০/-	১০,০০,০০০/-
৩।	শেরপুর	১৫০	১১,০০,০০০/-	৪,০০০		
৪।	জামালপুর	৩০০	২২,০০,০০০/-	৮,০০০		
৫।	নেত্রকোনা	৪০০	৮০,০০,০০০/-	৯,০০০	১০,০০,০০০/-	১০,০০,০০০/-
৬।	কিশোরগঞ্জ	১০০	১০,০০,০০০/-	৪,০০০		
৭।	নীলফামারী	-	৫,০০,০০০/-	৩,০০০		
৮।	সিলেট	২০০০	২,১৫,০০,০০০/-	৪৩,০০০	১০,০০,০০০/-	১০,০০,০০০/-
৯।	সুনামগঞ্জ	১৩২০	২,০৮,০০,০০০/-	৩৮,০০০	১০,০০,০০০/-	১০,০০,০০০/-
১০।	রংপুর			৩,৫০০		
১১।	কুড়িগ্রাম	২০০	৩০,০০,০০০/-	১,০০০		
১২।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	৪০০	১১,৫০,০০০/-	২,০০০		
১৩।	লালমনিরহাট	৩৫০	৯,০০,০০০/-	-		
১৪।	কুমিল্লা	২০০	১৭,০০,০০০/-	১,৭০০		
	মোট	**৫,৮২০**	**৭,১১,০০,০০০/-**	**১,২৩,২০০**	**৪০,০০,০০০/-**	**৪০,০০,০০০/-**

৮। অগ্নিকান্ড সম্পর্কিত তথ্যঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্য (মোবাইল এসএমএস) থেকে জানা যায়, ০৩ জুলাই, ২০২২ খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা থেকে ০৪ জুলাই, ২০২২ খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০ টা পর্যন্ত সারাদেশে মোট ১৮ টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিভাগভিত্তিক অগ্নিকান্ডে নিহত ও আহতের সংখ্যা নিম্নরুপঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	অগ্নিকান্ডের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা
১।	ঢাকা	৬	০	০
২।	ময়মনসিংহ	২	০	০
৩।	বরিশাল	০	০	০

৪।	সিলেট	১	০	০
৫।	রাজশাহী	১	০	০
৬।	রংপুর	০	০	০
৭।	চট্টগ্রাম	৪	০	০
৮।	খুলনা	৪	০	০
	মোট	**১৮**	**০**	**০**

০৫-০৭-২০২২
কামরুন নাহার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ফোন: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬
ইমেইল: controlroom.ddm@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১
এনডিআরসিসি অনুবিভাগ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২১৩/১(৯)

তারিখ: ২১ আষাঢ় ১৪২৯ / ০৫ জুলাই ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এঁর দপ্তর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৪) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৫) সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৬) মহাপরিচালক , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৭) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৮) পরিচালক (সকল)দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৯) জেলা প্রশাসক (সকল)
১০) উপ-পরিচালক (সকল)দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১১) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১২) জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা
১৩) সহকারী পরিচালক , যানবাহন শাখা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

০৫-০৭-২০২২
কামরুন নাহার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা